গাংনীতে তিনদিন ব্যাপি বিজয় মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুরে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপি বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনায় বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনাসহ মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবসের চেতনা ও দেশীয় কারু পণ্যের উন্নয়ন তুলে ধরা হয় মেলায়। এছাড়াও বাঙ্গালির ব্যাবহার্য বিলুপ্ত পণ্য ও পিঠাপুলি নিয়ে মেলা পঞ্চাশটি স্টল বসেছে।

গাংনীতে ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের জনসচেতনতামূলক বিশেষ ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ক্যাম্পেইন করেছে ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং গাংনী উপজেলা শাখা। আজ সকাল ৯ টায় গাংনী উপজেলা ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা কার্যালয় থেকে একটি মোটরসাইকেল র্যালি বের হয়।

র্যালির নেতৃত্বে দেন, এজেন্ট ব্যাংকের আঞ্চলিক ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ তারেক সালাউদ্দীন।

র্যালিটি গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে শতভাগ নিরাপদ ব্যাংকিং বিষয়ে মাইকিং ও শতর্কতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। কর্মসুচীর উদ্বোধন করেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের আঞ্চলিক ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ তারেক সালাউদ্দীন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মোট ১৩ টি এজেন্ট শাখায় গিয়ে জনসচেতনতা তৈরী করেন, ডাচ-বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের এজেন্টগণ। নিরাপদ লেনদেন সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে ধারণা দেয়া হয়।

এসময় গাংনী উপজেলার মাস্টার এজেন্ট খোরশেদ আলমসহ বিভিন্ন এজেন্টগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ জুলাই যোদ্ধা তামিমের পিতা কামরুল ইসলাম

মেহেরপুরে এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক ও এনসিপির জেলা কমিটির সদস্য তামিম ইসলামের পিতা কামরুল ইসলাম।

এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত রয়েছেন। নিখোঁজ কামরুল ইসলাম ফিলিং স্টেশন ব্যবসায়ী এবং মেহেরপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি সরকারি কলেজ পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে। এ বিষয়ে তামিম ইসলাম মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। জিডি নম্বর:৪৯২, তারিখ ১০/১২/২০২৫ ইং।

তামিম ইসলাম জানান, গত ৮ ডিসেম্বর তার বাবা হিরো হোণ্ডা ব্র্যাণ্ডের হাংক মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। সে সময় তিনি কালো রঙের প্যান্ট, লাল গেঞ্জি এবং নীল রঙের ব্লেজার পরিহিত ছিলেন।

তামিম আরও জানান, ঘটনার দিন থেকে আত্মীয়, স্বজনের বাড়িসহ

সম্ভাব্য সকল যায়গায় খোঁজ নিয়েছি। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কোন সদুত্তর জানাতে পারেননি। ফলে আমরা খুব দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, আমরা তাঁর সন্ধানে বিভিন্নভাবে খোজঁ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তবে অপহরণ হতে পারে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এমন কোনো লক্ষণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত সন্ধান পেতে পারি।

মেহেরপুরে প্রচারসামগ্রী অপসারণ হয়নি অনেক এলাকায়

এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর সম্ভাব্য প্রার্থীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব ধরনের প্রচারসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়।

গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় সেই সময়সীমা শেষ হলেও মেহেরপুরের অনেক এলাকায় এখনো প্রচারসামগ্রী অপসারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমীর ও মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন খান মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রচারসামগ্রী সরিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও সব এলাকায় নির্দেশনা পুরোপুরি মানা হয়নি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সময়সীমা পার হয়ে গেলেও শহরের কাথুলী রোড, শামসুজ্জোহা পার্ক, হোটেল বাজার ও বড় বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এখনও পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন ঝুলে আছে। শহরের প্রধান সড়ক ও অলিগলিতেও প্রচারসামগ্রী চোখে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

প্রচারসামগ্রী অপসারণের বিষয়ে প্রার্থীদের মধ্যে দায়সারা মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের নিজ উদ্যোগে পোস্টার সরানোর নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন প্রার্থীরা।

সরেজমিনে আরও দেখা যায়, মেহেরপুরের কমিউনিটি সেন্টার, শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের গেট, পৌর কবরস্থানের সামনে, বড় বাজার, হোটেল বাজার, খামারবাড়ির সামনে, কাথুলী রোড ও ফৌজদারি পাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার আমীর তাজউদ্দিন খানের ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন ঝুলতে দেখা গেছে।

এদিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের অন্য কোনো এলাকায় কোনো ধরনের ব্যানার বা ফেস্টুন চোখে পড়েনি। তবে শহরের কাথুলী রোডের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রচারণার স্টিকার দেখা গেছে।

এবিষয়ে সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম জানান, সব জায়গাতেই নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণের কথা। এখনো যদি কোথাও প্রচারসামগ্রী থেকে থাকে, আমাদের আচরণবিধি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাঁকে বিষয়টি জানানো হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রি, হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলা

দেখতে অনেকটা চমচমের মতো, আকার লম্বা ও চ্যাপটা। খেতেও সুস্বাদু। নাম তার সাবিত্রি। সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আবেদনে ভৈগলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পেয়েছে মেহেরপুরের ১৫০ বছরের এতিহ্য এই সাবিত্রি মিষ্টি। অন্যান্য মিষ্টি চিনতে সমস্যা হলেও এক দেখাতে ‘সাবিত্রি’ চেনা যায়। এর গায়ে ‘সাবিত্রি’ লেখা থাকে। এটাই এ মিষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য।

জেলার দেড়শ বছরের ঐতিহ্য সাবিত্রি মিষ্টি শুরু থেকেই ধরে রেখেছে

অনুষ্ঠানগুলোতেও ‘সাবিত্রী’ মিষ্টি পরিবেশন যেন একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

তবে, বাজারে মিষ্টির কদর ও চাহিদা বাড়লেও পর্যাপ্ত দুধ ও জনবলের অভাবে এখন ৩০ থেকে ৪০ কেজির বেশি মিষ্টি তৈরি করা সম্ভব হয় না বলে জানান, সাবিত্রী মিষ্টির কারিগর ও ব্যবসায়ীরা।

বাসুদেব গ্র্যান্ড সন্সের বর্তমান মালিকদের দুই ভাই এক ভাই অনন্ত সাহা বলেন, ‘সাবিত্রী’ মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত দুধ কিংবা মিষ্টি ফ্রিজে রাখা হয় না। ফ্রিজে রাখলে স্বাদ আর মান ঠিক থাকে না। প্রতিদিন সংগ্রহ করা দুধ ভারী কাঠ দিয়ে চুলায় জ্বাল করানো হয়। দিনের পুরো সময় ধরে দুধ জ্বাল দিতে হয়। সন্ধ্যার দিকে জ্বাল দেওয়া শেষ হলে তা ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে ‘সাবিত্রী’ বানিয়ে বিক্রি করা হয়। প্রতিদিন মিষ্টির যে পরিমাণ অর্ডার পাই, সে অনুযায়ী দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তিনি বলেন, ‘দুধ-চিনি আর কাঠের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সময়মতো দুধের জোগান না পাওয়ায় মাঝে মাঝে সংকট তৈরি হয়। বাপ-দাদার হাতের মিষ্টি তৈরির স্বত্ব অন্য কাউকে দিতে চাই না। যদি কেউ ভেজাল করে, তাহলে দেড়শ বছরের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই বহিরাগত কাউকে কাজে নেওয়া হয় না।’

অনন্ত সাহা বলেন, আমরা ‘সাবিত্রী’ ও ‘রসকদম’ মিষ্টি তৈরি করে থাকি। দুটোই মেহেরপুরের ঐতিহ্য বহন করে। প্রতিকেজি ‘সাবিত্রী’ ও ‘রস কদম’ ৫৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়।

সাবিত্রী মিষ্টির নিয়মিত ক্রেতা ইয়াসির রহমান বলেন, শুধু আত্মীয়-স্বজনদের জন্য না, বাড়িতে প্রতিনিয়ত খাওয়ার জন্যও এ মিষ্টি কিনে থাকি। এর মত স্বাদ আর অন্য কোন মিষ্টিতে পাই না।

মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরতে গেলে ‘সাবিত্রী’ মিষ্টির নাম চলে আসে। আমরা ছোট থেকেই এই মিষ্টির সাথে পরিচিত। ব্যবসায়ী ও কারিগরের হাত বদল হলেও জৌলুস আর সুনাম এখনো ধরে রেখেছেন কারিগররা। বাসুদেব সাহা এ মিষ্টির আবিস্কারক হলেও তার দেখাদেখি এখন অনেকেই এ মিষ্টি তৈরি করে, তবে বাসুদেবের মত স্বাদ ও মান অন্যরা করতে পারে না।

জিআই সনদ প্রাপ্তি নিয়ে মাহাবুব চান্দু বলেন, সাবিত্রি, আম বা

কলাই নয় মেহেরপুরের আর ও কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্য রয়েছে যেগুলোও জিআই সনদ পাওয়ার উপযুক্ত।

সাক্ষাৎকার বাসুদবে সাহার নাতি অনন্ত সাহা

১৮৬১ সালে স্থাপিত হয় বাসুদেব সাহা প্রতিষ্ঠাতা তিন পুরুষ মিলে দোকান চালাচ্ছেন, প্রথমে বাসুদেব সাহা, তারপর রাবিন্দ্রনাথ সাহা, এখন বিকাশ সাহা ও অনন্ত সাহা। শুক্রবার সকালে পাওয়া যায় অনন্তসাহাকে । তিনি ক্রেতাদের কাছে মিষ্টি বিক্রি করছিলেন। মিষ্ট্রির বিক্রি ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় অনন্ত সাহার সাথে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দিনে কত কেজি মিষ্টি তৈরি করেন? কত কেজি দুধ ও ছানা প্রয়োজন হয়?

অনন্ত সাহা: প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কেজি মিষ্টি তৈরি করি। এর মধ্যে সাবিত্রি ও রসকদম৷ এই মিষ্টি তৈরি করতে ১৮০ কেজি থেকে ২০০ কেচি দুধ প্রয়োজন হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: অনেকে এই মিষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করে কিন্তু আপনাদের মতো টেষ্ট হয় না। এবিষয়ে আপনাদের কোন অভিযোগ আছে কি-না?

অনন্ত সাহা: কারো কাছে কোন অভিযোগ নেই, যে যেভাবে কাজ করছে করুক। অনেকেই চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের মত পারেনি ।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চাহিদা থাকা সত্বেও বেশি তৈরি করেন না কোনো.?

অনন্ত সাহা: কাঁচামালের সমস্যা, দক্ষ লোকজনের সমস্যা। এর থেকে বড় সমস্যা হলো বেশি করে তৈরি করতে গেলে মান ভালো থাকে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সাবিত্রি মেহেরপুরের মিষ্টি হিসেবে জি আই সনদ পেয়েছে, আপনাদের কেমন লাগছে?

অনন্ত সাহা: অবশ্যই ভালো লাগছে, এটা শুধু আমাদের জন্য না মেহেরপুরবাসীর জন্য গর্বের বিষয় । মিষ্টি নিয়ে সারা দেশে আমাদের সুনাম রয়েছে, এবার সুনামের সাথে সরকারি স্বীকৃতও মিলল।

হিমসাগর আম

সাবিত্রি মিষ্টির সাথে মেহেরপুরের দুটি কৃষি পণ্য হিসেবে হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলাও পেয়েছে জিআই সনদ। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আবদনে এ দুটি কৃষিপণ্যকে জিআইসনদ দেওয়া হয়েছে। স্বাদে গন্ধে মেহেরপুরের হিমসাগর আম সারাদেশে আমপ্রেমিদের মন জয় করেছে অনেক আগে। একটি স্বাভাবিক আমের ওজন ২৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম হয়ে থাকে যার ৭৭ শতাংশই হল রসালো অংশ, বাকি ২৩ শতাংশ আঁটি। আঁশবিহীন আম হিসেবেও এর কদর অনেক। বাগানে বাগানে হিমসাগর আম গাছের ছড়াছড়ি। গত কয়েকবছর ধরে মেহেরপুরের হিমসাগর আম মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য করে উৎপাদন করতে পারলে হিমসাগর আম রপ্তানিতে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা কালের কণ্ঠকে বলেন, মেহেরপুর জেলা ২৫০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। এসকল আমচাষ থেকে ফলন হয় ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টাকার মূল্যে ১২০ কোট টাকার আম উৎপাদন হয় প্রতিবছর।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের হিমসাগর আম অন্যরকম বৈশিষ্ঠ হলো এটিতে কোন আঁশ নেই এবং খুবই সুস্বাদু। যা অন্যান্য জেলার হিমসাগর আম থেকে আলাদা করে চেনা যাবে। চলতি বছর থেকে যাতে আমাদের হিমসাগর আম রপ্তানিতে ভালো বাজার পেতে পারে সে ব্যাপারে চাষীদের সাথে আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি।

মেহেরপুরের সব থেকে বড় হিমসাগর আম চাষী শহরের মহিলা কলেজ পাড়ার সাইদুর রহমান শাহিন সদর উপজেলার সুবিধপুরে তাঁর ৩০ বিঘা জমিতে ১৭৭টি হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সাল থেকে আমি হিমসাগর আম রপ্তানি করার লক্ষ্যে কৃষি অফিসসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কাজ করছি। ২০১৭ সালে আপনি কালের কণ্ঠ পত্রিকায় আমাদের হিমসাগর আম নিয়ে বড় প্রতিবেদন করেছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রতিবেদন হয়। এসকল প্রতিবেদন গুলো সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ উপপরিচালক বিজয় কষ্ণ হালদার অফিসিয়াল খরবে জিআই সনদের জন্য আবেদন করেছিলেন। অবশেষে আমরা সেই জিআই সনদ পেলাম। এটা আমাদের জন্য অত্যান্ত আনন্দের। আমরা এই হিমসাগর নিয়ে আরও কাজ করতে পারবো।

মেহেরসাগর কলা

মেহেরপুর সবজির পাশাপাশি চাষীরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জাতের কলা চাষ করে থাকেন। তার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী কলা হচ্ছে মেহেরপুর সাগর। জেলা প্রতিবছর গড়ে ৩০০ হেক্টর জমিতে কলা চাষ করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে অধিকাংশ কলা মেহের সাগার জাতের। সুস্বাদু জাতরে কলা যার গাছ মজবুত, ফলন ভালো হয় এবং রোগবালাই কম হওয়ায় মহেরেপুর সাগর কলা চাষীদরে কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।◌ে এবং এটি লাভজনক ফসলে পরণিত হয়ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কলাচাষী সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহের সাগর কলা সুস্বাদু এবং এটি লাভজনক ফসল। এ ফসল চাষের পাশাপাশি সাথি ফসল চাষ করা হয়। তিনি বলেন, আমি ৭ বিঘা জমিতে মেহেরসাগর কলা চাষ করেছি। শুরু থেকে ফসল হার্ভেস্টিং পর্যন্ত এক বছর সময় লাগে। এর মধ্যে ৬ মাসের একটি সাথী ফসল চাষ করা যায়। সব মিলিয়ে যে খরচ হয় তা সাথী ফসলে উঠে আসে। আশা করছি ৭ বিঘা জমি থেকে বছর শেষে আনুমানিক ১০ লাখ টাকা লাভ হবে।

সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহেরপুরের কলা উৎপাদন দেখে আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কাছে থেকে চারা নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকবছর ধরে। কিন্তু আমাদের মত তারা ফলন পাচ্ছে না। যে কারণেই মেহেরপুরের জন্য মেহের সাগর বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নতুন করে জিআই সনদ পাওয়ায় এর কি সুফল আমরা পাবো সেবিষয় এখনো পরিস্কার হতে পারিনি । তবে আশা করছি চাষীরাও উপকৃত হবে।

মেহের সাগর কলা নিয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা বলেন, মেহেরপুরে কলা চাষের একটি বড় বাজার রয়েছে। বছরের ১৫০ কোটি টাকা কলা বাজার জাত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে উৎপাদন হয় ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কলা।

সনজীব মৃধা বলেন, যেহেতু আমরা কলা নিয়ে জিআই সনদ পেয়েছি। এখন এটা নিয়ে যাতে কৃষকরা ভালো বাজার পান সে বিষয়ে কাজ করা হবে।

মেহেরপুরে উদীচীর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মোমবাতি প্রজ্বালন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছরের ন্যায় উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কের শহীদ মিনারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম কানন, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা ব্যানার্জী, রাজন, রাজিয়া সুলতানা, আরাত্রিকা চক্রবর্তী, মাহফুজসহ উদীচীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায়

সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

আলোচনা সভার আগে সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপী ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

গাংনীর বামুন্দিতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্র নিহত, আহত-২

মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এঘটনায় আহত হয়েছে ২ জন।

রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো: কমিরুল ইসলামের ছেলে। সে স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন, মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ(২৮), শয়ন আলী (১৬)।

স্থানীয়রা জানান, রাকেশ আহমেদ তেরাইল থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত গতিতে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ

হয়।ঘটনাস্থলে রাকেশ গুরুতর আহত হলে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত শয়নের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। আহত অভি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হাসেম আলী বলেন, দুটি মোটরসাইকেল বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।অন্যদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তিনি আরও বলেন, বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে অটো ভ্যানগুলো যত্রতত্র অবস্থায় রাখার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে।তবে প্রশাসনিকভাবে এর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরো বাড়বে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম জানান, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সড়ক দুর্ঘটনায় একজন স্কুল ছাত্র মারা গেছে। আরও দুজন আহত হয়েছে।

বামন্দী বেসরকারি সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসক মাহফুজুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া রাকেশ আহমেদ নামের একজন মারা গেছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহত একজনকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এবং একজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি

ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মুজিবনগরে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের আয়োজনে আজ শনিবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৩শে অক্টোবর ১৬টি দল নিয়ে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, সেমিফাইনাল এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলা শেষে শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় কাঙ্ক্ষিত ফাইনাল। ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব একাদশ, মেহেরপুর গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া নোমান টেলিকম একাদশকে টাইব্রেকারে পরাজিত করে ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজন-১ এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি আরিফ খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় নাগরিক পা৬র্টি (এনসিপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক এবং জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম।

৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি আড়াই মণ ওজনের ষাঁড় গরু, রানার্সআপ দলকে দুই মণ ওজনের ষাঁড় গরু এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দলকে ২৫ কেজি ওজনের একটি খাসি ছাগল উপহার দেওয়া হয়।

ফাইনাল খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য সিরিজ এবং শ্রেষ্ঠ গোলকিপারের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২৫শে জুলাই ফুটবল টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই খেলাটি মুজিবনগর এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতিটি খেলায় হাজার হাজার দর্শক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল খেলার মাঠে ভিড় করে খেলা উপভোগ করেন। শনিবারের ফাইনাল খেলায় মুজিবনগর উপজেলা ছাড়াও মেহেরপুর ও আশপাশের জেলা থেকে কয়েক হাজার দর্শক সমবেত হন।

দর্শকদের আগ্রহ ও উপস্থিতি দেখে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি আরিফ খান ঘোষণা দেন যে, ২০২৬ সালের ৫ই আগস্ট ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজন-২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।

এবং প্রতিবছরই ৩৬শে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স ফুটবল ম্যাচ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুজিবনগরে নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ইয়াবাসহ মিলন কসায় নামক এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আটক মিলন কসায় মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটার সময় কোমরপুর আইসি ক্যাম্পের টু আইসি এস আই মসিউর রহমান, মুজিবনগর থানার এস আই বিলাল হোসেন সহ-সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে কোমরপুর বাজার মসজিদের পাশ থেকে তাকে একটি মোটরসাইকেলসহ আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার নিকট থেকে ১৯ পিস ইয়াবা এবং ২ টি মোবাইল জব্দ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, গোপন

সংবাদের ভিত্তিতে আসামীকে ১৯ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে

২ টি মোবাইল ফোন এবং মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি মটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।